



283410 - পবিত্রতার ক্ষেত্রে ওয়াসওয়াসা এবং এ থেকে পরিত্রাণের উপায়

প্রশ্ন

আমি ওয়াসওয়াসা বা শুচিবায়ুর সমস্যায় ভুগে আসছি। প্রায় সময় আমি শুচিবায়ুর কারণে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ি যে, আমার ওয়ু ছুটে গেছে; নাকি যায়নি। এরপর এ নিয়ে আমি নিজের সাথে ঝগড়া করতে থাকি। যখন আমি পাকস্থলিতে কিছু শব্দ শুনতে পাই তখন আরও বেশি হতবুদ্ধি হয়ে পড়ি। আমি যতো জানি সতো হচ্ছি- এ শব্দের কোন ধরতব্য নই। কিন্তু কিছু শব্দ পায়ুপথেও হয়ে থাকে। আমি যা থেকে মুক্ত হতে পারছি না। এ ধরণে ক্ষেত্রে কি কোন সমস্যা আছে; নাকি এতে ওয়ু ভেঙে যাবে? সবসময় ওয়ু করা সহজ কাজ নয়; বিশেষতঃ আমি যখন ইউনিভার্সটিতে থাকি বা বাসার বাহরে থাকি। কারণ এর জন্য অনেক সময় প্রয়োজন হয়। আমাকে হাযিব খুলতে হয়, মাজা খুলতে হয়। এছাড়া নরিঝাওয়াটে আমার ইবাদত পালন বাধাগ্রস্ত হয়। তবে, কার্যত যদি আমার ওয়ু ভেঙে গিয়ে থাকে সক্ষেত্রে আমার ওয়ু করতে কোন আপত্তি নই। কিন্তু, আমি ওয়াসওয়াসার কারণে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ছি। আমার শুধু মনে হয় যদি আমার ওয়ু না ভেঙে থাকে, কিন্তু আমি পুনরায় ওয়ু করলাম এতে তো কোন ক্ষতি নই। কিন্তু আমি যদি নামায ছেড়ে না দই, আমার নামায যদি কবুল না হয়। কেননা আমি ধারণা করতছি আমার ওয়ু আছে। কিন্তু, বাস্তবে হয়তো আমার ওয়ু নই। আমি খুবই উদ্বিগ্ন, আল্লাহ কি আমার তওবা ও আমার ইবাদত কবুল করবেন; নাকি করবেন না। উদাহরণতঃ সম্প্রতি আমি জেনেছি যে, ওয়ুর ক্ষেত্রে আমার একটা ভুল হত সতো হচ্ছি- শুধু শাহাদাত আঙুল দিয়ে কানরে ছদির পরস্কার করলে হবে না; গোটো কান পরস্কার করতে হবে। এরপর থেকে আমি সঠিকভাবে সতো করে আসছি। কিন্তু, আমি চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন আমার আগরে ওয়ু ও নামাযের ব্যাপারে; এই ভুলের কারণে না জানি কবুল না হয়। আমি বুঝতে পারছি যে, আমি বাধ্যগত শুচিবায়ুতে আক্রান্ত। কখনও কখনও নামাযের মধ্যে আমার এমন কিছু উদ্ভট চিন্তা ও চোখের সামনে কিছু উদ্ভট চিত্র ভেসে উঠে; যগুলো নিয়ে আমি চিন্তা করতে চাই না। আমার মনে হয়, এগুলো আমার নামায নষ্ট করে দলি। সুনরিদষ্টিভাবে নাপাকটি কী? ধুলা? চুল? পায়খানার গন্ধ?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আপনার জন্য উপদেশে হচ্ছি- আপনি নামাযে কহিবা নামাযের বাহরে সন্দেহকে মোটেই ভ্রুক্షপে করবেন না। আপনি সন্দেহকে একবোরই বর্জন করুন। এতে আপনি কোনরূপ দ্বিধা করবেন না, বচিলতি হবেন না। আপনি সঠিক ও সত্যের



উপর আছেন। বরং আপনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে পালন করছেন। যখন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে অভিযোগ করলেন যে, তার কাছে মনে হয় যে, সে নামাযের মধ্যে কিছু একটা পাচ্ছে। তখন তিনি বললেন: সে যেন শব্দ শূন্য কথিবা গন্ধ পাওয়া ছাড়া নামায না ছাড়ে। [সহিহ বুখারী (১৩৭) ও সহিহ মুসলিম (৩৬১)]

এ কথার দ্বারা উদ্দেশ্য হল- ওয়ু ভাঙার ব্যাপারে পরপূর্ণ নশ্চিতি হওয়া ছাড়া (নামায না ছাড়া)।

অতএব, সন্দেহে কথিবা কল্পনা ধরতব্য নয়। পরপূর্ণভাবে নশ্চিতি হওয়া ছাড়া আপনি নামায ছাড়বেন না। এটাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ। আপনার নামায শুদ্ধ। এমনকি বাস্তবে যদি ওয়ু ভেঙে গিয়ে থাকে তবুও।

তবে, কোন মুসলিম যদি পরপূর্ণভাবে নশ্চিতি হয় যে, সে ওয়ু ছাড়া নামায আদায় করেছে এবং নামাযের ওয়াক্ত যদি অবশিষ্ট থাকে তাহলে সে ব্যক্তি ঐ নামাযটি পুনরায় আদায় করে নবিনে। যদি এটা পরপূর্ণ নশ্চিতি হয় না পৌঁছে তাহলে তার নামায সহিহ। এতে কোন অসুবিধা নেই।

দুই:

কান মাসহে করার মাসয়ালাতে আলমেদরে মাঝে মতভেদ আছে: এটা কি ওয়াজবি; নাকি মুস্তাহাব। জমহুর আলমেদের মতে, এটা মুস্তাহাব; ওয়াজবি নয়। হাম্বলি মায়হাবে আলমেগনের মতে, ওয়াজবি। ইমাম আহমাদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি কানদ্বয় মাসহে করেনি তার ওয়ু শুদ্ধ।

ইবনে কুদামা (রহঃ) ‘আল-মুগনি’ গ্রন্থে (১/৯৭) বলেন: খাল্লাল বলছেন: আবু আব্দুল্লাহ থেকে তারা প্রত্যেকে বর্ণনা করছেন যে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কথিবা ভুলক্রমে কানদ্বয় মাসহে করেনি তার ওয়ু শুদ্ধ হবে। [সমাপ্ত]

অতএব, যে ব্যক্তি কানদ্বয় মাসহে করেনি কথিবা কিছু অংশ মাসহে করেছে তার ওয়ু জমহুর আলমেদের মতে, সহিহ এবং এটাই অগ্রগণ্য অভিমত। অতএব, আপনি পূর্ববর্তী নামাযগুলো নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কারণ নেই। ইনশাআল্লাহ সে নামাযগুলো সহিহ।

ওয়াসওয়াসাকে প্রতিরোধ করা, এর প্রতি ভ্রুক্షপে না করা এবং ওয়াসওয়াসার কুমন্ত্রণা অনুযায়ী কর্ম না করত সর্বাত্মক চেষ্টা করুন। সাথে সাথে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করুন, দোয়া করুন এবং বতিড়তি শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চান।

এরপরেও যদি আপনার ওয়াসওয়াসা দূর না হয় এবং আপনার জন্য বিষয়টি কষ্টকর হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমরা আপনাকে একজন নির্ভরযোগ্য মনোরোগ বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হওয়ার পরামর্শ দিই। কারণ বাধ্যগত ওয়াসওয়াসা বা শুচিবায়ু (OCD) একটি পরিচিত রোগ; যার চিকিৎসার প্রয়োজন। সঠিক ট্যাবলেটে গ্রহণ করার মাধ্যমে হোক কথিবা বিশ্বস্ত কোন



বশিষেজ্‌এরে তত্‌বাবধানে আচরণগত বশিষে কোন চকিৎসার মাধ্যমে হোক।

আল্লাহই সর্বজ্‌এ।